যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

যুগান্তর

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে গলাকাটা ফি আদায়ের অভিযোগ

রাজশাহী ব্যুরো

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার রাজবাড়ী এলাকার আদিবাসী বিলজান, ফুলজান ও সামিড় পাশের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করতে এসেছিলেন তারা। তাদের অভিযোগ— সেখানকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাদের ১০৩ শতক ও পাশের প্রাইমারি স্কুলের ৭৭ শতক জমির জাল দলিল তৈরি করে হাই স্কুলের নাম দেখিয়ে এমপিওভুক্তি করেছেন। তবে বিষয়টি জানাজানি হয় বেশ কয়েক বছর পর। এরপর স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করেও ফল হয়নি। অবশেষে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করতে এসেও ফিরে যেতে হয়েছে এই আদিবাসীদের। কারণ, শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ ফি হিসেবে ৫ হাজার টাকা জমা দেয়ার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। জানা গেছে, শিক্ষা বোর্ডে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করতে হলে জমা দিতে হচ্ছে ৫ হাজার টাকা। এই ফি জমা না দিলে কোনো অভিযোগ নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। আর কেউ অভিযোগের ক্ষেত্রে আপিল (আরবিট্রেশন) করতে চাইলে দিতে হচ্ছে ১০ হাজার টাকা। এভাবে বিভিন্ন খাতে গলাকাটা ফি আদায় করছে শিক্ষা বোর্ড। এত বেশি টাকা ফি দিতে না পারায় প্রায় প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে এসে ঘুরে যাচ্ছে ভুক্তভোগীরা। এতে তাদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আনারুল হক প্রাং জানান, এই বর্ধিত ফি নির্ধারণের আগে প্রতিমাসে অন্তত ২০টি অভিযোগ আসত। কিন্তু ফি বাড়ানোর পর প্রায় এক বছরে ১০-১২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, সালিশি (আরবিট্রেশন) বা আপিলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গত প্রায় এক বছরে মাত্র ৩টি আপিলের আবেদন জমা পড়েছে।